গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংসদ-শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd.

বিষয়:	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি:	ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ, যুগ্মসচিব (অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা)
তারিখ:	১৫ ডিসেম্বর, ২০২২
সময়:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান:	কক্ষ নং-১৮১০, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সেবাগ্রহণকারী হিসেবে জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী, বাঞ্ছারামপুর সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

০৩। সভার শুরুতেই সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী, বাঞ্ছারামপুর সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর পদসৃজন বিষয়ে জানতে চান। অভিযোগকারী জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সদ্য সরকারিকৃত বাঞ্ছারামপুর কলেজে গত ১৬/১১/২০১৩ খ্রি. তারিখে বাংলা বিষয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন মর্মে অবহিত করেন। নিয়োগ বিধি, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পত্র পেয়ে ডিগ্রি কোর্সে জনাব মো: সাইফুল ইসলাম গত ১৩/০২/২০১৪ তারিখে এবং অর্নাস কোর্সে আব্দুল্লাহ আল বাকী গত ০৪/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখে যোগদান করেছেন মর্মে দাবী করেন। কিন্তু কলেজটি সরকারিকরণ হলে ১৩০৪৮/২০২২ নং রিট পিটিশনের ৮নং বিবাদী অত্র কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রহিম তার নাম বাদ দিয়ে অবৈধ উপায়ে ৯নং বিবাদী জনাব ইয়াছিনকে ডিগ্রি কোর্সের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে গত ১৩/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখে এবং অধ্যক্ষের নিজ স্ত্রী ১০নং বিবাদী জনাব রত্না খানমকে অনার্স কোর্সের বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে গত ১৮/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে নিয়োগ ও যোগদান দেখিয়ে পদসৃজনের প্রস্তাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন মর্মে তিনি G.R.S. এর অভিযোগে উল্লেখ করেন। সভাপতি বলেন যে, পদসৃজন বিষয়ে প্রথমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে বিধি মোতাবেক আবেদন করতে হবে। সেখান থেকে কোনো প্রতিকার না পেলে এ বিভাগে আপীল করার বিধান রয়েছে।

০৪। সভায় উপস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (সরকারি কলেজ-৫) জনাব আলমগীর হোসেন বলেন যে, জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকী যোগদান করার পর থেকে কোনো দিন কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তার হাজিরা খাতায় কোনো স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। তিনি অন্য জায়গায় কোম্পানির চাকরি করতেন। যখন কলেজ সরকারিকরণের ঘোষণা হলো তখন তিনি পুনরায় কলেজে চাকরি করার জন্য আসেন। কিন্তু কোনোদিন তিনি কলেজে আসেন নি এবং ক্লাসও করেননি। যখন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য যাওয়া হয়েছিল তখন জনাব আব্দুল্লাহ আল বাকীকে কলেজে উপস্থিত ছিলেন না এবং তার হাজিরা খাতায় কোনো স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। কলেজ থেকে তাঁর নাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি। আর যে তিনজন তার সাথে যোগদান করেছেন সে তিন জন প্রতিদিন কলেজে উপস্থিত ছিলেন এবং কলেজে ক্লাস করেছেন। তাদের নাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৩জনের পদসৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, যে তিনজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সে তিন জনের সাথে অধ্যক্ষের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, যেহেতু তিনি বিজ্ঞ আদালতে রীট পিটিশন মামলা করেছেন সেহেতু তাঁর মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত সমীচীন হবে না। সভাপতি বলেন কোন সেবাগ্রহণকারীর অভিযোগ G.R.S. সিস্টেমে অন্য দপ্তরে প্রেরিত হলে বা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে এসএমএস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহণকারীকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। সভাপতি আরো বলেন যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সাধারণ জনগণ কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং এ বিভাগের Annual Performance Agreement শতভাগ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। সভাপতি বলেন যে, কোনভাবেই যেন অভিযোগ সংক্রান্ত কোন পত্র পেন্ডিং অবস্থায় না থাকে। তিনি যে কোন অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৫.১। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ১৩০৪৮/২০২২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫.২। অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের সাথে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে;

৫.৩। সভায় এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার সকলকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের যথাযথভাবে সেবা প্রদানের জন্য সকলকে আরো তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

৫.৪। সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই যাতে সেবাগ্রহীতারা হয়রানির শিকার না হন সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রেখে সরকারি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/০১/২০২৩

(ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ)
যুগ্মসচিব
ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৬.২৭.০০১.২০২১-৩১

তারিখ: ১১ মাঘ, ১৪২৯ / ২৫ জানুয়ারি ২০২৩

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, আপীল নিষ্পত্তি কর্মকর্তা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (অনিক নিষ্পত্তি কর্মকর্তা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. উপসচিব (সরকারি কলেজ-৫), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. উপসচিব (অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৮. উপসচিব (পারফর্মেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫/১/২০২৩

(মো: আব্দুল্লাহ আল মাসউদ)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৭০৯৭
ই-মেইল: sec.parliament@shed.gov.bd